দৈনিক ইত্তেফাক

ছাত্রলীগের দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী মন্টুকে নিয়ে পুলিশের ভূমিকা রহস্যময়

রফিকুল ইসলাম সেলিম ॥ গ্রেফতারকৃত দুর্ধর্ষ ছাত্রলীগ সন্ত্রাসী তসলিম উদ্দিন মন্টুকে নিয়ে রহস্যময় নাটকীয় পুলিশী ভূমিকায় প্রশ্ন উঠেছে। পুলিশের কোন কোন কর্মকর্তা মন্টু ও তার গডফাদারদের অপরাধ কর্মকাণ্ডের দায় চেপে যাবার সুযোগ করে দিয়ে তার মাধ্যমে আষাঢ়ে গল্প সাজাচ্ছে। শুধু তাই নয়, মুহুরী হত্যা মামলায় মন্টুকে আসামীর বদলে সাক্ষী করারও নেপথ্যে আয়োজন চলছে।

গত ৩ জুলাই মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের একটি বিশেষ দল নগরীর ডিসি রোড থেকে মন্টুকে ভয়ঙ্কর যুদ্ধাস্ত্রসহ গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের পর সিএমপির সম্মেলন কক্ষে আহূত এক প্রেসব্রিফিং-এ সিএমপির কমিশনার শহীদুল্লাহ খানসহ পুলিশ কর্মকর্তারা বলেছিলেন ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী মন্টুকে চট্টগ্রামে চাঞ্চল্যকর প্রিন্সিপাল গোপাল কৃষ্ণ মুহুরী হত্যা মামলার প্রধান আসামী হিসাবে মন্টুকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মন্টুকে মুহুরী হত্যার জন্য গঠিত কিলার সিন্ডিকেটের প্রধান হিসাবে উল্লেখ করে পুলিশ কর্মকর্তারা বলেছিলেন, মন্টু এ হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকার ব্যাপারে পুলিশের হাতে যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ রয়েছে। চাঞ্চল্যকর এ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ মন্টুকে ৭ দিনের রিমান্ডে আনে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গোয়েন্দা শাখায়, নগর বিশেষ শাখা ও সিআইডির কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠন করা হয় জিজ্ঞাসাবাদ সেল। এ সেলের সদস্যরা গতকাল (বুধবার) পর্যন্ত মন্টুকে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করেন। জিজ্ঞাসাবাদে মন্টু পুলিশকে এ অঞ্চলের আন্ডার ওয়ার্ল্ড সম্পর্কে অনেক তথ্য দিলেও মুহুরী হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকার ব্যাপারে মুখ খোলেনি।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ডিবির পরিদর্শক ফরিদ উদ্দিন বলেন, মুহুরীর হত্যার সাথে জড়িত থাকার কথা মন্টু বার বার অস্বীকার করছে। টানা ৭ দিন জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ ঘটনার ব্যাপারে তার স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারেনি। অথচ গ্রেফতার করার পর পুলিশ কর্মকর্তারা বলেছিলেন, তাদের হাতে এ ব্যাপারে যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণ রয়েছে। কথিত ঐ তথ্য-প্রমাণ মন্টুর সামনে হাজির করা হয়েছে কিনা তা জানা যায়নি। আজ বৃহস্পতিবার মন্টুকে আদালতে হাজির করা হবে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আজ পুনরায় তাকে রিমান্ডে আনা হতে পারে। রিমান্ড চেয়ে আদালতে আবেদন করা হবে বলে জানা গেছে।

এদিকে মন্টুকে গ্রেফতারের পর মুহুরী হত্যা মামলার অন্য আসামীদের পাকড়াও করতে পুলিশী অভিযানও ঝিমিয়ে পড়েছে। জানা যায়, মন্টু এ হত্যাকাণ্ডের সাথে তার সংশ্লিষ্টতার কথা অস্বীকার করলেও ঘটনার সাথে জড়িতদের অনেকের ব্যাপারে পুলিশকে তথ্য দিয়েছে। গতকাল পর্যন্ত পুলিশ তাদের কাউকে গ্রেফতার করেনি। ইতোপূর্বে পুলিশ কর্মকর্তারা বলেছিলেন, মন্টু হত্যার সাথে সরাসরি জড়িত। মন্টু এবং তার সহযোগী ৫/৬ মিলে সিন্ডিকেট গঠন করে মুহুরীকে হত্যা করেছে।

অপরদিকে দীর্ঘ ৫ বছর কারাগারে আটক ফটিকছড়ির নাসিরকেও মুহুরী হত্যা মামলার হুকুমের আসামী বানানোর প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে তাকে শোন এরেস্ট দেখিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ ৭ দিনের রিমান্ডের আবেদন করেছে। এ রিমান্ড নিয়ে চলেছে তুলকালামকাণ্ড। গত সোমবার পুলিশের আবেদনের প্রেক্ষিতে সিএমএম শুনানি ছাড়াই ৭ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এর পরদিনই তিনি ঐ রিমান্ডের আদেশ বাতিল করেন। আইনজীবীরা বলছেন, এক্ষেত্রে আসামীর উপস্থিতিতে রিমান্ডের আবেদনের শুনানি অনুষ্ঠিত হওয়ার বিধান রয়েছে। আজ (বৃহস্পতিবার) নাসিরের উপস্থিতিতে আদালতে রিমান্ডের আবেদনের উপর শুনানি অনুষ্ঠিত হবে।

মন্টুকে কি সাক্ষী করা হচ্ছে ?

এদিকে পুলিশের তথ্য মতে, কিলার সিন্ডিকেটের প্রধান মন্টুকে চাঞ্চল্যকর মুহুরী হত্যা মামলার সাক্ষী করার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানা গেছে। একটি সূত্র জানায়, মুহুরী হত্যাকাণ্ডের সাথে জেলে আটক নাসিরের সহযোগীরা জড়িত বলে মন্টু জানিয়েছে। এর ভিত্তিতে পুলিশ তাকে মামলার সাক্ষী করতে যাচ্ছে। আজ এ ব্যাপারে আদালতে মন্টুর ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি রেকর্ড করা হবে। মন্টুকে মুহুরী হত্যা মামলার সাক্ষী করা হচ্ছে কিনা জানতে চাইলে ডিবির পরিদর্শক ফরিদ উদ্দিন বলেন, এ ব্যাপারে এখনো কোন মন্তব্য করার সময় আসেনি।